

সংস্থাপনের ধুম পড়িয়া গেল । কিন্তু ইংলণ্ড তাহার প্রাকৃতিক ঐশ্বৰ্য্যের বলে মহাদেশকে এ ক্ষেত্রে অত্যধিক পশ্চাতে ফেলিয়াছিল । আর মহাদেশস্থ রাষ্ট্র-সমূহও আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকায় এ দিকে দৃষ্টি পরিচালনা করিতে পারে নাই । সুতরাং জার্মেনী এখন মানবমণ্ডলীর দাবীদায়কার কথা পাড়িয়া স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যেই সংগোপন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে ইংলণ্ডের ঐশ্বৰ্য্যের দিকে তাকাইতেছে ।*

শরতের পল্লী ।

বছর পরে	পূজার ছুটি
দেশের ছেলে গেলু ফিরে ।	
পাড়াগাঁয়ে,	খোড়ো চালা
বাপ-মাদার সে কুঁড়ে ঘরে ॥	
হোকনা কেন	মাটির কুটির
সহর থেকে অনেক ভাল ।	
চারিদিকেই	শান্তি সেথা
নাইক কেমনই কোলাহল ।	
মধুর সেথা	মাঠের হাওয়া
শীতল সেথা নদীর জল ।	
নীরব সেথা	পল্লী-বীধি
মিষ্ট সেথা গাছের ফল ॥	

* Literature—

Lord Acton's Study of History.

Freeman's General Sketch.

Phillips' Modern Europe Ch. XX.

Bernardi's Germany and the next War.

Gooch's History of our time (*Home University Library*).

Holland Rose's Development of the European Nations, 1870—1914.

সবুজ-বরণ ধানের ক্ষেতে
 হাওয়া সেখা লুটিয়ে পড়ে ।
 ক্ষেতের ধারে কুঁড়ের ভিতর
 'কুমোর বুড়ো' পুতুল গড়ে ॥
 সন্ধ্যা সকাল নদীর ঘাটে
 গাঁয়ের বধু 'জলকে' যায় ।
 সরল তাদের যুহল গমন,
 সরম তাদের জড়ায় পায় ॥
 'ভাঙ্গন ধরা' নদীর তীরে
 গাঁয়ের জেলের কুঁড়ে ঘর ।
 সামনে তাহার "ডিজি" বাঁধা
 দূরে বালির ধূসর চর ॥
 'দিশি-ঝাউ,' আর ঘাসে ঢাকা
 নদীর দুটি শ্রামল তীরে ।
 গরু ছেড়ে সারাটা দিন
 রাখাল ছেলে খেলা করে ॥
 কিছু দূরে কাশের ঝোপে,
 মত্ত বাতাস গড়িয়ে ধায় ।
 তারই ফাঁকে 'বুড়ো' শিবের
 জীর্ণ দেউল দেখা যায় ॥
 নদীর তীরে, বটের ছায়ে
 অতীতের সেই মধুর দিনে ।
 সঙ্গী-সাথে খেলার কথা
 আজও তেমনি পড়ে মনে ॥
 ছেলে-বেলার সাথী যা'রা
 কোথায় এখন, কোন্‌ খানে ?
 কেউ বা আছে প্রবাসেতে
 কেউ বা গেছে মরণ-পানে ॥

গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দূরে
 নদীর ধারে শ্মশান-বুকে ।
 গুইয়েছে গো প্রাণের প্রিয়
 রত্নগুলি একে একে ।
 গাঁয়ের মাঝে সবই জীর্ণ,
 দেখতে কিন্তু ভালবাসি ।
 পুরাণো সেই দিনের কথা
 বুকের মাঝে উঠে ভাসি' ॥
 গাঁয়ের সাথে বহুদিনের
 স্মৃতিটি মোর বাঁধা আছে ।
 তাইতো আসি শাস্তি-আশে
 বছর পরে তা'রই কাছে ॥
 দশটি দিনের ছুটি আমার
 দেখতে দেখতে গেল বয়ে ।
 বিদায় নিলাম চোখের জলে
 মাথা রেখে গাঁয়ের পারে ॥

ঐউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী ।

ঘুমন্ত নগর ।

"Dull would he be of Soul who could pass by
 A sight so touching in its majesty."
 "Dear God ! the very houses seem asleep,
 And all that mighty heart is lying still."

অঞ্চল ঢাকা দিয়ে ছরস্তু শিশুটীরে

শোয়াবার বৃথা চেষ্টা করে সন্ধ্যারাগী,

সারাটা দিনের বেলা করিয়াছে শুধু খেলা

শুধু ছুটোছুটি আর—অফুরন্ত বাণী ।